সংবাদ

তারিখ : 28 JUN 2009
পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ১

ছাত্রলীগ দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

বাকৃবির ৫ হলে তল্লাশি : অস্ত্র উদ্ধার, মামলা

প্রতিনিধি, বাকৃবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় মোট ৪৯ জনকে আসামি করে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানায় দুটি পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুই ছাত্রসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ আবাসিক হলে শুক্রবার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ২০টি রামদা, ১৫টি হকিস্টিক ও বিপুল সংখ্যক ইট উদ্ধার করেছে। ক্যাম্পাসের বিপজ্জনক বিভিন্ন স্থানে

তল্লাশি : পৃ: ২ ক: ৮

তল্লাশি : ৫ হলে

পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এদিকে গতকাল দিনের সংঘর্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল।

বাকৃবির প্রক্টর কার্যালয় ও ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষের ঘটনায় শুক্রবার ছাত্রলীগ কর্মী আবু রায়হান ২৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হলেন মো. আতিকুজ্জামান রবেল (সাধারণ সম্পাদক, বাকৃবি ছাত্রলীগ), শাহ মুহসিনুল হক শাওন (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), সিরাজ, আসাদুজ্জামান, লেনন। অপরদিকে, বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হাসান মিঠু ২৩ জনকে আসামি করে অপর একটি মামলা করেছেন। এ মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন, সারোয়ার মুর্শেদ আরজু হাসিব (সভাপতি, বাকৃবি ছাত্রলীগ), সাইফুল, মেহেদিন, আবুল বাশার আজাদ, রুবেল [illegible]।

এদিকে শুক্রবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের পর বিশেষ সিদ্ধান্তে দিনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল হক হল, আশরাফুল হক হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল, ফজলুল হক হল এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ধারালো অস্ত্র ও আইডি কার্ড না থাকার অভিযোগে ছয় ছাত্রকে আটক করলেও এদের মধ্যে দুই ছাত্রকে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করে। তারা হলেন ছাত্রলীগ কর্মী আবু রায়হান ও ইমন।